

# বাটন ব্যাটারি গুলিকে আপনার সন্তানের থেকে দূরে রাখুন

আপনার সন্তান যদি একটি বাটন ব্যাটারি গিলে ফেলে, তাহলে সেটি তাদের খাদ্যনালীতে গিয়ে আটকে যেতে পারে। এটি প্রধান ধমনীটি পুড়িয়ে ফুটো করে দিতে পারে, যার ফলে মারাত্মক ক্ষতি, অথবা এমনকি তাদের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। এটি খুবই দ্রুত ঘটে যেতে পারে।

6 মাস থেকে 4 ½ বছর বয়সী শিশুদের ঝুঁকি খুবই বেশি।

## কোন ব্যাটারি গুলি সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক?

লিথিয়াম কয়েন সেল ব্যাটারিগুলি একটি 5 পেঙ্গ মুদ্রার চেয়ে আকারে সামান্য বড় হয়। আটকে যাওয়ার পক্ষে সেগুলি যথেষ্ট বড়, এবং প্রাণহানি ঘটানোর পক্ষে সেগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী। আরও ছোট ব্যাটারিগুলিও ক্ষতিকারক হতে পারে, বিশেষত সেগুলি যদি নতুন হয়।

## সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে?

আপনার সন্তান বাটন ব্যাটারিগুলিকে এই ধরণের জিনিসগুলির মধ্যে পেতে পারে:

- छোট রিমোট কন্ট্রোলে
- গাড়ির চাবির ফবে অথবা কী ফাইন্ডারে
- মিউজিক্যাল কার্ড এবং বইয়ে
- আলো জ্বলে এমন খেলনা এবং নভেলটি আইটেমে
- নাইটলাইটে
- ডিজিটাল ক্লেনে
- থার্মোমিটারে
- খেলনার বাক্সের পুরানো খেলনাগুলিতে

হাতের নাগালের মধ্যে রেখে দেওয়া, অথবা প্যাক থেকে খসে পড়ে যাওয়া অতিরিক্ত ব্যাটারিগুলিকেও শিশুরা পেতে পারে।

এমনকি, ব্যবহৃত 'ফ্ল্যাট' ব্যাটারিগুলিতেও যথেষ্ট চার্জ থাকে যা ক্ষতিকারক হতে পারে।



## নিজের বাড়িতে খুঁজে দেখুন

- আপনার বাড়িতে ভাল করে খুঁজে দেখুন কোথাও কোনও বাটন ব্যাটারি আছে কিনা
- ব্যাটারির কম্পার্টমেন্টটি যদি যথেষ্ট সুরক্ষিত না হয় তাহলে সেই বস্তুগুলি আপনার সন্তানের হাতের নাগালের বাইরে রাখুন।
- অতিরিক্ত এবং 'ফ্ল্যাট' ব্যাটারিগুলিকেও হাতের নাগালের বাইরে রাখুন
- অনলাইনের অথবা স্থানীয় ডিসকাউন্ট প্রদানকারী দোকানগুলি থেকে লাভজনক সওদা করা থেকে সতর্ক থাকুন। তাদের কাছে বাটন ব্যাটারি থাকতে পারে, যা আপনার সন্তান সহজেই পেয়ে যেতে পারে

## আপনার সন্তান একটি বাটন ব্যাটারি গিলে ফেলেছে কি?

- দেরি করবেন না। তাকে সরাসরি A&E-তে নিয়ে যান, অথবা 999 নম্বরে কল করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন।
- চিকিৎসককে বলুন যে আপনার মনে হচ্ছে আপনার সন্তান একটি বাটন ব্যাটারি গিলে ফেলেছে।
- ব্যাটারির প্যাকেজিংটি অথবা যে পণ্যটি থেকে ব্যাটারিটি বেড়িয়ে এসেছে তা যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে সেটি আপনার সাথে নিয়ে আসুন।
- শিশুটিকে কোনও কিছু খেতে অথবা পান করতে দেবেন না, অথবা অসুস্থ হতে দেবেন না

উপসর্গ খুবই কম থাকতে পারে।  
কাজেই নিজের সহজাত প্রবৃত্তির উপরে বিশ্বাস রাখুন।